প্রঃ গবেষণা পদ্ধতিতে দৃষ্টবাদ বা প্রত্যক্ষবাদের প্রভাব আলোচনা কর।৫/৮/ প্রত্যক্ষবাদের মূল বক্তব্যটি কী?২/ প্রত্যক্ষবাদের মুল বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা কর।৫

উঃ **প্রত্যক্ষবাদ বা পজিটিভিজ্ম এমন একটি অবস্থান যেখানে মনে করা হয় প্রাকৃ্তিক বিজ্ঞানের পদ্ধতিগুলি সামাজিক বাস্তবকে বুঝতে ব্যবহার করা যায়।** প্রত্যক্ষবাদ কয়েকটি নীতির ওপর নির্ভর করে।

১। শুধুমাত্র সেই ঘটনাগুলি ও সেই সম্পর্কিত জ্ঞানই ‘জ্ঞান’ হিসাবে বিবেচিত হতে পারে যা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য উপায়ে প্রাপ্ত ও বাস্তবতাকে সুনিশ্চিত করে।

২। তত্ত্বের উদ্দেশ্য হল এমন এক প্রকল্প প্রণয়ন করা যাতে সেগুলি পরিক্ষণযোগ্য হয়।

৩। গবেষণা তত্ত্বটিকে ব্যাখ্যাদায়ি নিয়ম অনুসারে পরিক্ষণ করা সম্ভবপর হতে হবে।

৪। নিয়ম বা নীতি প্রণয়নের জন্য উপাত্ত (ডেটা)সংগ্রহ করে সেগুলি অধ্য্যনের ফলেই জ্ঞানে উপনীত হওয়া সম্ভব।

৫। গবেষণা তত্ত্বটিকে বিজ্ঞান নির্ভর হয়ে উঠতে হলে সেটি মুল্যমাননিরপেক্ষ উপায়ে গঠিত হতে হবে।

৬। বৈজ্ঞানিক বিবৃতি বা প্রস্তাব ও নীতিবাচক বিবৃতির মধ্যে পার্থক্য আছে। নীতিবাচক বিবৃতি কখনই পরিক্ষণযোগ্য নয় বলেই তা বৈজ্ঞানিক গবেষণায় ব্যবহারযোগ্য নয়।

প্রত্যক্ষবাদে তত্ত্ব ও গবেষণার মধ্যে সম্পর্কটির ওপর যথেষ্ঠ গুরুত্ব দেওয়া হয়। গবেষণার মুখ্য ভূমিকা হল তত্ত্বের পরীক্ষা করা এবং তা থেকে নিয়ম গড়ে তোলা।প্রত্যক্ষবাদে গবেষণায় তত্ত্বের থেকেও পর্যবেক্ষণের ওপর বেশি গুরুত্ত্ব দেওয়া হয়। যদিও প্রত্যক্ষবাদী জ্ঞানতত্ত্বে অবরোহী ও আরোহী এই দুই ধারার তাত্ত্বিক গঠনই ব্যবহার্য্য বলে মনে করা হয়। প্রত্যক্ষবাদকে বৈজ্ঞানিক বা বিজ্ঞানের প্রতিশব্দ হিসাবে পুরোপুরি ভাবে গ্রহণ করা সম্ভব নয়।সেক্ষেত্রে দার্শনিকরা সমালোচনামুখী বাস্তবতা নামে একটি বিশেষ ধারার অবস্থান গ্রহণ করেন।

বাস্তবতা ও প্রত্যক্ষবাদ দুটি বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি সম্বন্ধে ঐকমত্য।

১। প্রাকৃতিক ও সমাজবিজ্ঞানসমুহ উপাত্ত সংগ্রহ ও বিশ্লেষণের জন্য একই দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করতে পারে।

২। বৈজ্ঞানিকরা একটি বাহ্যিক বাস্তব সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল থাকবেন। বাস্তব অর্থাৎ অভিজ্ঞতালবদ্ধ বাস্তব ও সমালোচনামুখী বাস্তব। এর ফলে যেগুলি সরাসরিভাবে পর্যবেক্ষণযোগ্য নয় তাও তাত্ত্বিক ব্যাখ্যায় ব্যবহার করা যায়।

প্রত্যক্ষবাদী ভাবনার **মৌ্লিক বৈশিষ্ট্য** হল-

১।সামাজিক ঘটনার কার্যকারণ সম্পর্কের অনুসন্ধান ও তার ব্যাখ্যা করা।

২।গবেষণায় যুক্তিটি প্রাকৃ্তিক বিজ্ঞান নির্ভর চিন্তা থেকে গ্রহণ করা হয়।

৩।একটি প্রচলিত তত্ত্ব থেকে যুক্তির সাহায্যে প্রকল্প অনুসরণ করে, সেটিকে পর্যবেক্ষণকৃ্ত উপাত্তের মাধ্যমে পরীক্ষা করার রীতি অবলম্বন করে।

৪।পপার এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে গবেষণাকে ‘প্রকল্প-নির্ভর অবরোহী’ গবেষণা বলেছেন।অর্থাৎ কোনো তত্ত্ব থেকে অনুসৃ্ত প্রকল্প পরীক্ষণের মাধ্যমে গবেষণা পরিচালনা করা।

৫।পরিমাপ করার গুরুত্ব থাকে।

৬। গবেষণা নকশাটি কাঠামোবদ্ধ হতে হয়, পদ্ধতির নির্ভরযোগ্যতা বজায় রাখার ওপর জোর দেওয়া হয়, এবং পরিমাপসাপেক্ষ, বহৎ অংশ উপাত্তকে পরিসংখ্যান প্রয়োগের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়।

**সমালোচনা**

কার্ল পপার দেখিয়েছেন যে প্রাথমিক পর্যবেক্ষণের পর পর্যবেক্ষণের পরিসর বৃ্দ্ধি করে পর্যবেক্ষণকে পরীক্ষা করে জ্ঞানের গঠনের দিকে অগ্রসর হওয়া সম্ভব নয়। তাঁর মতে, আমরা আগে থেকে যা জানি তার ওপর ভিত্তি করে পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে সেই প্রাক-ধারণাকে বার বার চ্যালেঞ্জ করতে পারলে তবেই জ্ঞানের গঠনে প্রকৃ্ত রূপে অগ্রগতি ঘটানো সম্ভব হবে।

উত্তর-দৃষ্টবাদীরা দৃষ্টবাদের সমালোচনা করে এই বিষয়টিকে স্বীকৃতি দিয়েছেন যে বিজ্ঞানীরা যেভাবে চিন্তা করেন এবং কাজ করেন এবং আমাদের প্রতিদিনের জীবনে আমরা যেভাবে চিন্তা করি তা আলাদা আলাদা নয়। বৈজ্ঞানিক যুক্তি এবং সাধারণ জ্ঞান যুক্তি মূলত একই প্রক্রিয়া। দুজনের মধ্যে ধরণের কোনও পার্থক্য নেই, কেবলমাত্র ডিগ্রি পার্থক্য।

দৃষ্টবাদের নৈর্ব্যক্তিক পদ্ধতিকে সমালোচনা করে এটাও বলা হয় যে সমস্ত তাত্ত্বিক গবেষনার পেছনে বিজ্ঞানীরা (এবং এই বিষয়ে অন্যরা সবাই) তাদের সাংস্কৃতিক অভিজ্ঞতা, বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গি ইত্যাদির দ্বারা সহজাতভাবে পক্ষপাতদুষ্ট।

প্রঃ কাকে দৃষ্টবাদের জনক বলে মনে করা হয়?

উঃ অগাস্ত কোঁত।